আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর লিখিত কিতাব
“আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা” এর একটি অংশ

সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪০৩
WEEKLY BOOKLET:403

মক্কা শরীফের মসজিদ সমূহ

মসজিদে হারামে হুযুর ﷺ এর নামায আদায়ের ১১টি স্থান ০৩
হযরত খাদীজাতুল কুবরা رضی اللہ عنہا এর ঘর ১৩
নবী করীম ﷺ এর আগমনের স্থান ১১
হযরত মাইমুনা رضی اللہ عنہا এর মাযার ১৮

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ط

মক্কা শরীফের মসজিদ সমূহ (১)

দোয়ায়ে আত্তার: হে আল্লাহ পাক! যে এই পুস্তিকা **"মক্কা শরীফের মসজিদ সমূহ"** পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে হজ্জ ও ওমরার সৌভাগ্য দান কর এবং তার মা- বাবা ও পরিবারবর্গকে বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফেরদৌসে প্রবেশ করার তাওফিক দান কর। اٰمِين بِجاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের প্রিয় শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন। আর যে আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ পাক তার উপর একশত রহমত নাযিল করেন এবং যে আমার উপর একশতবার দরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ পাক তার উভয় চোখের মাঝখানে লিখে দেন যে, এই ব্যক্তি নিফাক ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত, আর তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে রাখা হবে।

(মু'জামু আউসাত, ৫/২৫২, হাদীস: ২৭৩৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. এই বিষয়টি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা" এর ১৭৬-১৯০ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে।

www.dawateislami.net

মক্কা শরীফের মসজিদ সমূহ

(১) মসজিদুল হারাম

মক্কা শরীফের সুপ্রসিদ্ধ মসজিদ হলো **“মসজিদুল হারাম”** এতেই কাবা শরীফ অবস্থিত। অনেক হাদীসে মুবারাকায় এই কথাটি স্পষ্ট বলা আছে যে, মসজিদুল হারামে এক রাকাত নামায অন্যান্য মসজিদে এক লক্ষ রাকাত নামায আদায় করার সমান। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মসজিদুল হারামের কথা আলোচনা করা হয়েছে। যেমনটি **১৫**তম পারার শুরুর আয়াতেই উল্লেখ রয়েছে:

سُبۡحٰنَ الَّذِیۡۤ اَسۡرٰی بِعَبۡدِہٖ لَیۡلًا مِّنَ الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ اِلَی الۡمَسۡجِدِ الۡاَقۡصَا

(পারা: ১৫, সূরা: বণী ইসরাঈল, আয়াত: ১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: পবিত্রতা তাঁরই জন্য, যিনি আপন বান্দাকে রাতারাতি নিয়ে গেছেন মসজিদ-ই হারাম হ’তে মসজিদে আক্বসা পর্যন্ত,

মসজিদুল হারামে ৭০ জন আম্বিয়ায়ে কিরামের মাযার রয়েছে

আ’লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ **‘ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া’** এর ৭ম খন্ডের ৩০৩ থেকে ৩০৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন: কোন নবী বা ওলীর নৈকট্যে মসজিদ নির্মাণ করা, তাঁদের পবিত্র কবরের পাশে নামায আদায় করা তবে এই দুই নিয়ত ছাড়া (অর্থাৎ নামায দ্বারা কবরের সম্মান উদ্দেশ্য না হওয়া এবং কবরের দিকে মুখ করার নিয়তও না হওয়া) বরং এজন্যই যে, তাঁদের সাহায্য অর্জন করা, তাঁদের নৈকট্যের বরকতে ইবাদত কবুল

www.dawateislami.net

হবে, এতে কোন বাধা নেই। কেননা, বর্ণিত রয়েছেঃ হযরত ইসমাঈল عَلَیۡہِ السَّلَام এর পবিত্র মাযার শরীফটি “হাতীমে” মীযাবে রহমতের নিচেই অবস্থিত এবং হাতীমে আর হাজরে আসওয়াদ ও যমযমের মধ্যখানে সত্তর জন পয়গম্বরের عَلَیۡہِمُ السَّلَام কবর রয়েছে এবং সেখানে নামায আদায় করতে কেউ নিষেধ করেননি। (লুমআতুত তানকীহ্ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ্, ৩য় খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা)

মসজিদে হারামে হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নামায আদায়ের ১১টি স্থান

(১) পবিত্র বাইতুল্লাহ্ শরীফের অভ্যন্তরে। (২) মকামে ইব্রাহীমের পেছনে। (৩) হাজরে আসওয়াদের সামনাসামনি মাতাফের পার্শ্বে। (৪) হাতীম ও বাবুল কাবার (কাবার দরজার) মাঝখানে রুকনে ইরাকীর নিকটে। (৫) মকামে হুফরায়, যা বাবুল কাবা ও হাতীমের মাঝখানে কাবা শরীফের গোড়ায়। এই জায়গাটিকে “মকামে ইমামতে জিব্রাঈল”ও বলা হয়ে থাকে। **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই জায়গাটিতেই সায়্যিদুনা জিব্রাঈল عَلَیۡہِ السَّلَام কে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে ইমামতি করার সম্মান দান করেছেন। এই জায়গাটিতেই হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম عَلَیۡہِ السَّلَام কাবা নির্মাণের সময় মাটির স্তুপ বানিয়েছিলেন। (৬) বাবুল কাবার দিকে মুখ করে। (কাবা শরীফের দরজার সামনাসামনি নামায আদায় করা, যে কোন দিকের সামনে থেকে উত্তম[১]) (৭) মীযাবে রহমতের দিকে মুখ করে। (কথিত আছে, নূরানী মাযারে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চেহারা মোবারক

১. কথিত আছে, বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান কাবা শরীফের দরজার দিকেই অবস্থিত।

www.dawateislami.net

এদিকেই রয়েছে) (৮) সমগ্র হাতীমে, বিশেষ করে মীযাবে রহমতের নিচে। (৯) রুকনে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মাঝখানে। (১০) রুকনে শামীর পাশে। এভাবে যে, "বাবে ওমরা" **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পিঠ মোবারকের পেছনে থাকত। চাই **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাতীমের ভেতরে নামায আদায় করতেন কিংবা বাইরে। (১১) হযরত সায়্যিদুনা আদম সফিউল্লাহ্ عَلَيْهِ السَّلَام এর নামায আদায়ের স্থান যা রুকনে ইয়ামানীর ডানে বা বামে রয়েছে এবং প্রকাশ্য যে, হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর নামাযের স্থানটি হচ্ছে 'মুস্তাজার' এর উপর।

(কিতাবুল হজ্ব, ২৭৪ পৃষ্ঠা)

(২) মসজিদে জ্বিন

এই মসজিদটি জান্নাতুল মাআলার নিকটে অবস্থিত। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে ফজরের নামাযে কুরআনে পাকের তিলাওয়াত শুনে এখানে জ্বিন মুসলমান হয়েছিলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বৃদ্ধ জ্বিন

হযরত সায়্যিদুনা সাহল বিন আব্দুল্লাহ্ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি বৃদ্ধ জ্বিনকে দেখলেন, যে একটি দামী ও সুন্দর জুব্বা পরিধান করে বাইতুল্লাহ্ শরীফের দিকে মুখ করে নামায আদায় করছিলেন, সে সালাম ফিরানোর পর তিনি তাকে সালাম করলেন, সালামের উত্তর দিল এবং বললো: "আপনি কি এই জুব্বার কারণে আশ্চর্য হয়েছেন? এই জুব্বাটি ৭০০ বৎসর ধরে আমার নিকট রয়েছে, আমি এই জুব্বা পরিধান করে হযরত সায়্যিদুনা ঈসা

www.dawateislami.net

রুহুল্লাহ্ عَلَيۡهِ السَّلَام এর যিয়ারত করেছি, এটি পরিধান করে আমি **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদারের সৌভাগ্য অর্জন করেছি। আরো শুনুন, আমি সেসব জ্বিনদেরই একজন, যাদের ব্যাপারে সূরা জ্বিন অবতীর্ণ হয়েছে।”

(সিফাতুস সালাওয়াত, ৪র্থ খন্ড, ৩৫৭ পৃষ্ঠা। বালাদুল আমীন, ১২৮ পৃষ্ঠা)

জ্বিন ও ইনসান ও মালাক কো হে ভরোসা তেরা,
সরওয়ারা! মরজায়ে কুল হে দরে ওয়ালা তেরা। (যওকে নাত ২৩)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩) মসজিদে রাইয়া

এটা মসজিদে জ্বিনের নিকটেই ডান দিকে অবস্থিত। “রাইয়া” আরবিতে পতাকাকে বলা হয়। এটি হলো সেই ঐতিহাসিক স্থান যেখানে মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে আমাদের **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের পতাকা শরীফটি গেঁড়েছিলেন।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪) মসজিদে খাইফ

এটি মিনা শরীফে অবস্থিত। বিদায় হজ্বের প্রাক্কালে **মক্কা-মদীনার তাজেদার, শাহানশাহে আবরার, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এখানে নামায আদায় করেন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “صَلّٰى فِيۡ مَسۡجِدِ الۡخَيۡفِ سَبۡعُوۡنَ نَبِيًّا অর্থাৎ মসজিদে খাইফে ৭০ জন আম্বিয়া عَلَيۡهِمُ السَّلَام নামায আদায় করেছেন।” (মু’জামুল আওসাত, ৪র্থ খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৪০৭)

www.dawateislami.net

অন্য এক বর্ণনায় ইরশাদ করেন: “فِیْ مَسْجِدِ الْخَیْفِ قَبْرُسَبْعِیْنَ نَبِیًّا অর্থাৎ মসজিদে খাইফে ৭০ জন আম্বিয়ার عَلَیْہِمُ السَّلَام কবর শরীফ রয়েছে।” (মু'জামুল কবীর, ১২তম খন্ড, ৩১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩৫২৫) বর্তমানে মসজিদটিকে যথেষ্ট প্রশস্ত করা হয়েছে, মাযারসমূহের যিয়ারত করা সম্ভব নয়। যিয়ারতকারীদের উচিত, যেন অত্যন্ত ভক্তি ও মর্যাদাবোধ নিয়ে এই মসজিদটির যিয়ারত করেন, আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَیْہِمُ السَّلَام খেদমতে এভাবে সালাম আরয করুন: اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا اَنْبِیَاءَ اللهِ وَرَحْمَۃُ اللهِ وَبَرَکَاتُہٗ এরপর ইসালে সাওয়াব করে দোয়া করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৫) মসজিদে জিইররানা

মক্কা শরীফ থেকে তায়েফের দিকে প্রায় ২৬ কিলোমিটার দূরে এটি অবস্থিত। আপনিও এখান থেকে ওমরার ইহরাম বাঁধুন। কেননা, মক্কা বিজয়ের পর তায়েফ শরীফ জয় করে ফিরার পথে আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এখান থেকেই ওমরার ইহরাম পরিধান করেছিলেন। ইউসুফ বিন মাহাক رَحْمَۃُ اللهِ عَلَیْہِ বলেন: এই জিইররানা থেকেই ৩০০ জন আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ السَّلَام ওমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন, **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই জিইররানাতেই নিজের লাঠি মোবারক গেঁড়েছিলেন, যা থেকে পানির ঝর্ণা উপচে উঠেছিলো, যেই পানি অত্যন্ত শীতল ও মিষ্টি ছিলো। (বালাদুল আমীন, ২২১ পৃষ্ঠা। আখবারে মক্কা, ৫ম খন্ড, ৬২, ৬৯ পৃষ্ঠা) প্রসিদ্ধি রয়েছে যে, এই স্থানে কূপ রয়েছে। সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْہُمَا বলেন: **হুযুর** صَلَّی اللهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তায়েফ থেকে ফেরার পথে এখানে

www.dawateislami.net

অবস্থান করেছিলেন এবং এখানেই গনীমতের মালও বণ্টন করেছিলেন। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শাওয়াল মাসের ২৮ তারিখে এখান থেকেই ওমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন। (বালাদুল আমীন, ২২০, ২২১ পৃষ্ঠা) এই জায়গাটির নামকরণ হয়েছে কুরাইশ বংশীয়া এক মহিলার কারণে, যার উপাধী ছিলো জিইররানা। (প্রাগুক্ত, ১৩৭ পৃষ্ঠা) সাধারণ লোকেরা এই জায়গাটিকে 'বড় ওমরা' বলে থাকে। এটি অত্যন্ত ভাবগাম্ভির্যময় স্থান, হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **'আখবারুল আখিয়ার'** কিতাবে উদ্ধৃত করেন যে, আমার পীর ও মুর্শিদ হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল ওয়াহ্হাব মুত্তাকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাকে জোরালো আদেশ দিয়েছেন যে, সুযোগ হলে জিইররানা থেকে অবশ্যই ওমরার ইহরাম বাঁধবে। কেননা, এটি এতই বরকতময় স্থান যে, এখানে আমি একটি রাতের সামান্য সময়ের মধ্যে শত বারেরও বেশি **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বপ্নে দেখেছি। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى اِحْسَانِهٖ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল ওয়াহ্হাব মুত্তাকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অভ্যাস ছিলো যে, ওমরার ইহরাম বাঁধার জন্য রোযা রেখে পায়ে হেঁটে জিইররানা যেতেন। (আখবারুল আখিয়ার, ২৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৬) মসজিদে তানয়ীম

মসজিদুল হারাম হতে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরত্বে হেরেমের হুদুদের (সীমানার) বাইরে তানয়ীম নামক স্থানে এই বৃহৎ মসজিদটি অবস্থিত, একে 'মসজিদে আয়েশা'ও বলা হয়। সৌভাগ্যবান যিয়ারতকারীরা এখান থেকেই ওমরার ইহরাম বেঁধে থাকেন, জনসাধারণ এই স্থানকে 'ছোট

www.dawateislami.net

ওমরা’ বলে থাকে। মসজিদটির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট প্রত্যক্ষ করুন, নবম হিজরীতে যখন **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হজ্বের জন্য তাশরীফ নিয়ে এলেন, তখন উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهَا **তাঁর** সাথে ছিলেন। মহিলাদের বিশেষ দিনগুলোর কারণে তাওয়াফ আদায় করতে পারলেন না, **হুযুরে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে এলে তাঁকে চিন্তিত দেখতে পেলেন। ইরশাদ করলেন: “আয়েশা! তুমি চিন্তিত হয়ো না, এ অক্ষমতা আদম-কন্যাদের (অর্থাৎ মহিলাদের) ভাগ্যেই লেখা হয়েছে।” **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর ভাই হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আবু বকর رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُ কে ইরশাদ করলেন: “আয়েশাকে নিয়ে যান এবং মকামে তানয়ীম থেকে ইহরাম বেঁধে ওমরা করে নিন।”

(বুখারী, ১ম খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩১৭। বালাদুল আমীন, ১৩৮ পৃষ্ঠা)

আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর কবর

ইবনে জুবাইর তাঁর সফরনামায় লিখেছেন: তানয়ীম থেকে কিছু দূরে বাম দিকে আবু লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মে জমীলের কবর রয়েছে, যার উপর পাথরের স্তুপ জমে আছে, বর্তমানেও মানুষ যাতায়াতকালে এই দুইটি কবরে পাথর ছুঁড়ে মারেন। وَالۡعِيَاذُ بِاللّٰهِ **(বালাদুল আমীন, ১৩৮ পৃষ্ঠা। তারিখে মক্কা, ৪৪৫ পৃষ্ঠা)**

এখনকার কথা জানা নেই যে, সেই কবর দুইটি কি দেখা যায়, না কি মাটিতে ধ্বসে গেছে কিংবা কোন ভবনের নিচে পড়ে গেছে। যাই হোক, এটি কোন দর্শনীয় স্থান নয়, শুধুমাত্র শিক্ষার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে।

না উঠ সাকে গা কিয়ামত তলক খোদা কি কসম!
কেহ্ জিস কো তু নে নযর সে গিরাকে ছোড় দিয়া।

www.dawateislami.net

মসজিদে তানয়ীমের নির্মাণকাজ

তানয়ীমের এই ঐতিহাসিক স্থানটিতে সর্বপ্রথম মুহাম্মদ বিন আলী শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, অতঃপর আবুল আব্বাস আমীরে মক্কা গম্বুজ বানিয়ে দেন, তারপর এক বৃদ্ধা মহিলা সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করে দেন। (বালাদুল আমীন, ১৩৮, ১৩৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৭) মসজিদে নিমরা

এই আলিশান মসজিদটি আরাফাতের ময়দানের পশ্চিম প্রান্তে তার সৌন্দর্য ছড়িয়ে দিচ্ছে, এর আরো দুইটি নাম হলো: **(১)** মসজিদে আরাফা ও **(২)** মসজিদে ইব্রাহীম।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৮) মসজিদে যী'তুয়া

মসজিদুল হারাম থেকে তানয়ীমের দিকে যাওয়ার পথে এই মসজিদটি অবস্থিত। **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ওমরা বা হজ্বের পবিত্র সফরে এই পবিত্র মসজিদটিকে ধন্য করেন, এখানে রাতে অবস্থানও করেন। আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণে সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِىَ اللهُ عَنۡهُمَا ও তাঁর মোবারক সফরগুলোতে এরূপই করতেন। (বালাদুল আমীন, ১৪৩ পৃষ্ঠা। বুখারী, ১ম খন্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৯) মসজিদে কাব্‌শ

মসজিদে কাবশ ছবীর পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত। এই পবিত্র স্থানে হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম عَلَيۡهِ السَّلَام এর প্রতি ইরশাদ হয়েছিলো:

قَدۡ صَدَّقۡتَ الرُّءۡيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجۡزِى الۡمُحۡسِنِيۡنَ ﴿۱۰۵﴾

(পারা: ২৩, সাফফাত, আয়াত: ১০৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় তুমি স্বপ্নকে সত্য করে দেখালে। আমি এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি সৎকর্ম পরায়ণদেরকে।

(বালাদুল আমীন, ১৪৪ পৃষ্ঠা)

কথিত আছে; এই স্থানটিতেই হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল যবীহুল্লাহ্ عَلَيۡهِ السَّلَام কে জবাই করার জন্য শোয়ানো হয়েছিলো, এখানেই জান্নাত থেকে অবতীর্ণ দুম্বা জবাই হয়েছিলো, এটি দোয়া কবুলের স্থান, এখন মসজিদটির যিয়ারত করা সম্ভব হবে না। এই জায়গাটি মক্কা শরীফ থেকে আসার সময় ‘বড় শয়তানে’র ডান দিকে ৭০ বা ৮০ কদম দূরত্বে রয়েছে।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুরসালাত গুহা

মুরসালাত গুহাটি মিনা শরীফের মসজিদে খাইফের উত্তর দিকে পাহাড়ে অবস্থিত, এই পাহাড়টি আরাফাত শরীফ থেকে মিনা আসার পথে ডান দিকে পড়বে। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি এই মোবারক গুহায় “সূরা মুরসালাত” অবতীর্ণ হয়েছিলো। কথিত আছে, **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই মুবারক গুহায় যখন তাশরিফ নিয়ে আসলেন তখন উপরের দিকের পাথরের সাথে মাথা

www.dawateislami.net

মুবারক স্পর্শ হলো, সাথে সাথে পাথর কোমল হয়ে গেলো এবং এতে মাথা মুবারকের চিহ্ন পড়ে গেলো। আশিকানে রাসূল বরকত অর্জনের জন্য এই পবিত্র চিহ্নে নিজেদের মাথা লাগিয়ে থাকেন।

(বালাদুল আমীন, ২১৫ পৃষ্ঠা। কিতাবুল হজ্ব, ২৯৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের স্থান

হযরত আল্লামা কুতুবুদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শুভাগমনের স্থানে দোয়া কবুল হয়। (বালাদুল আমীন, ২০১ পৃষ্ঠা) এখানে আসার সহজ উপায় হচ্ছে আপনি মারওয়া পর্বতের যে কোন নিকটবর্তী দরজা দিয়ে বাইরে চলে আসুন। সম্মুখেই নামাযীদের জন্য অনেক বড় করে ঘেরাও দেয়া আছে, ঘেরাও এর অপর প্রান্তে এই মহত্বপূর্ণ স্থানটি নিজের আলো ছড়াচ্ছে, اِنْ شَآءَ الله দূর থেকেই দৃষ্টিগোচর হবে। খলীফা হারূনুর রশীদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানীতা আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এখানে মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। বর্তমানে এই মহান বরকতময় স্থানটিতে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং সেখানে সাইনবোর্ড লাগানো আছে: مَكْتَبَةُ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَة অর্থাৎ মাকতাবাতু মক্কাতুল মুকাররমা।

জবলে আবু কুবাইস

এটি পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন তথা সর্বপ্রথম পাহাড়, এটি মসজিদে হারামের বাইরে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের পাশেই অবস্থিত। এই পাহাড়ে দোয়া কবুল হয়ে থাকে, মক্কাবাসীরা অনাবৃষ্টির সময়ে এই পাহাড়ে এসেই দোয়া করত। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "হাজরে আসওয়াদ জান্নাত

www.dawateislami.net

থেকে এখানেই (এই পাহাড়েই) অবতীর্ণ হয়।” (আত তারগীবু ওয়াত তারহীব, ২য় খন্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২০) এই পাহাড়কে “আল আমীন”ও বলা হয়েছে। কেননা, “তুফানে নূহী” অর্থাৎ নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর তুফানের সময় হাজরে আসওয়াদ এই পাহাড়েই পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষিত ছিলো, এক বর্ণনা অনুযায়ী কাবা শরীফ নির্মাণের প্রাক্কালে এই পাহাড়টি হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام কে ডাক দিয়ে বলেছিলোঃ “হাজরে আসওয়াদ এখানে।” (বালাদুল আমীন, ২০৪ পৃষ্ঠা সংক্ষেপিত) বর্ণিত রয়েছেঃ আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই পাহাড়ে আরোহন করেই চাঁদকে দ্বিখন্ডিত করেছিলেন। যেহেতু মক্কা শরীফ পাহাড়ের মাঝখানে অবস্থিত, অতএব এখান থেকেই চাঁদ দেখা যেতো, প্রথম (দ্বিতীয় ও তৃতীয়) তারিখের চাঁদকে হেলাল বলা হয়, তাই এই স্থানটিতে স্মৃতিস্বরূপ মসজিদে হেলাল নির্মাণ করা হয়। অনেকে একে মসজিদে বিলাল رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ বলে থাকে। وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ

পাহাড়ে এখন শাহী মহল নির্মাণ করা হয়েছে আর এখন সেই মসজিদটি দেখা সম্ভব হয় না। ১৪০৯ হিজরী সনের হজ্বের মৌসুমে এই মসজিদটির পাশে বোমা বিষ্ফোরণ ঘটেছিলো এবং এতে অনেক হাজী সাহেব শাহাদাত বরণ করেছিলেন, তাই বর্তমানে ভবনের চতুর্দিকে কড়া পাহারা মোতায়েন করা হয়েছে। ভবনটির নিরাপত্তার জন্য পাহাড়টির সুড়ঙ্গে নির্মিত অযুখানাটিও ভেঙে ফেলা হয়েছে। এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত সায়্যিদুনা আদম সফিউল্লাহ্ عَلَيْهِ السَّلَام এই আবু কুবাইস পাহাড়েই ‘গারুল কানয’ এ দাফন হয়েছেন। পক্ষান্তরে অপর এক নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী **মসজিদে খাইফেই** দাফন হয়েছেন, যা মিনা শরীফে অবস্থিত। وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ

www.dawateislami.net

জবলে নূর ও জবলে সাওর আউর উনকে গারোঁ কো সালাম,
নূর বরসাতে পাহাড়োঁ কি কাতারোঁ কো সালাম।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৮১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত খাদীজাতুল কুবরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ঘর

খাতামুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যতদিন পর্যন্ত মক্কা শরীফ অবস্থান করেছিলেন, ততদিন এই মহান ঘরেই বসবান করেন। বড় শাহজাদা সায়্যিদুনা ইব্রাহীম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ছাড়া সকল সন্তান এমনকি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় কন্যা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا সহ এই ঘরেই জন্মগ্রহণ করেন। সায়্যিদুনা জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام অসংখ্য বার এই মহান ঘরের ভিতর প্রিয় নবীর দরবারে হাজিরী দিয়েছেন, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি এই ঘরেই অধিকহারে অহী অবতীর্ণ হয়। মসজিদে হারামের পর মক্কা শরীফে এই স্থানটির চেয়ে অধিক উত্তম আর কোন স্থান নেই। মারওয়া পর্বতের পাশে অবস্থিত বাবুল মারওয়া দিয়ে বের হয়ে বাম দিকে আক্ষেপের দৃষ্টিতে শুধু এই মহান নিদর্শনটির সুবাসিত বাতাসের যিয়ারত করে নিন।

এ্যয় খাদীজা! আপ কে ঘর কি ফযাওঁ কো সালাম,
ঠান্ডি ঠান্ডি দিলকুশা মেহকি হাওয়াওঁ কো সালাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সাওর পর্বতের গুহা

এই মুবারক গুহাটি মক্কা শরীফ এর ডান দিকে 'মহল্লায়ে মাস্ফালা'র দিকে প্রায় চার কিলোমিটার দীর্ঘ 'সাওর পর্বতে' অবস্থিত। এটি সেই সম্মানিত গুহা যার আলোচনা পবিত্র কুরআনে করীমে রয়েছে, **মক্কা মদীনার তাজেদার, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর**ই গুহার সাথী ও মাযারের সাথী, আশিকে আকবর হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে হিজরতের সময় এই গুহায় তিন রাত অবস্থান করেছিলেন। শত্রুরা যখন খুঁজতে খুঁজতে গুহার মুখে এসে পৌঁছল তখন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়লেন এবং আরয করলেন: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ্**! শত্রুরা এতই নিকটে এসে গেছে যে, যদি তারা তাদের পায়ের দিকে দৃষ্টি দেয়, তাহলে আমাদের দেখে ফেলবে, **আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে অভয় দিয়ে ইরশাদ করেন: لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا **কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** 'দুঃখিত হয়ো না, নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্** আমাদের সাথে আছেন।' (পারা: ১০, সূরা: তাওবা, আয়াত: ৪০) এই সাওর পর্বতেই কাবীল, হাবীল رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কে শহীদ করেছিলো।

খুব চুমে হেঁ কদম সাওর ও হেরা নে শাহ্ কে,
মেহকে মেহকে পেয়ারে পেয়ারে দোনোঁ গারোঁ কো সালাম।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৮২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হেরা গুহা

তাজেদারে রিসালত, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রিসালত প্রকাশের (নবুয়ত) পূর্বে এই গুহায় ধ্যানে (যিকির) মগ্ন থাকতেন। এটি কিবলামুখী অবস্থিত। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সর্বপ্রথম অহী এই গুহাতেই অবতীর্ণ হয়, যা ছিলো اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ ۚ থেকে مَا لَمْ یَعْلَمْ পর্যন্ত পাঁচটি আয়াত। এই গুহাটি মসজিদে হারাম থেকে পূর্বে প্রায় তিন মাইল দূরে “হেরা পর্বতে” অবস্থিত, এই মুবারক পাহাড়কে **জবলে নূরও** বলা হয়। “হেরা গুহা” সাওর গুহা থেকে উত্তম। কেননা, সাওর গুহা মাত্র তিনদিন **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী কদম চুমু খেয়েছিলো, পক্ষান্তরে হেরা গুহা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় সাহচর্য অনেক দিন যাবৎ লাভ করে।

কিসমতে সাওর ও হেরা কি হিরস্ হে,
চাহতে হেঁ দিল মেঁ গেহরা গার হাম। (হাদায়িকে বখশিশ ৮৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দারে আরকাম

দারে আরকাম সাফা পর্বতের নিকটে অবস্থিত ছিলো। যখন অত্যাচারী কাফিরদের পক্ষ থেকে বিপদের আশঙ্কা বেড়ে যায়, তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এখানেই গোপনে অবস্থান করেন। এই মহত্বপূর্ণ ঘরে অনেক মহামনিষীগণ ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। সৈয়্যিদুশ শুহাদা হযরত সায়্যিদুনা হামযা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এবং আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এই বরকতময় ঘরেই ইসলাম গ্রহণ

www.dawateislami.net

করেন। এই ঘরেই ১ম পারা সূরা আনফালের ৬৪ নম্বর আয়াত يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ অবতীর্ণ হয়। খলিফা হারূনুর রশীদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানিতা আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এই স্থানে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তীতে অনেক খলিফা নিজ নিজ শাসনামলে এর সৌন্দর্য বর্ধনে অংশ নেন। বর্তমানে এটি প্রশস্তকরণের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং এর কোন চিহ্নও পাওয়া যায় না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মহল্লায়ে মাসফালা

এটি খুবই ঐতিহাসিক মহল্লা, হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ্ عَلَيْهِ السَّلَام এখানেই বসবাস করতেন, হযরত সিদ্দীকে আকবর, হযরত ফারুকে আযম এবং হযরত হামযাও رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ এখানেই বসবাস করতেন, মহল্লাটি পবিত্র কাবার অংশ 'মুস্তাজারে'র দেওয়ালের দিকে অবস্থিত।

রহমতেঁ হোঁ ইস মাহল্লে পর এ্যয় রব্বে দো জাহাঁ!
থা মকাঁ ইস মেঁ নবী কা থে সাহাবা কে মকাঁ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জান্নাতুল মা'আলা

জান্নাতুল বাক্বীর পর জান্নাতুল মা'আলাই হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম কবরস্থান। এখানে উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা, হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর ও আরো অনেক সাহাবা ও তাবেঈন عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং আউলিয়া ও সালেহীনদের মাযার শরীফ রয়েছে। বর্তমানে

www.dawateislami.net

এর গম্বুজগুলো শহীদ করে দেওয়া হয়েছে, মাযারগুলো ধূলিসাৎ করে এর উপর দিয়ে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং বাইরে দূর থেকেই এভাবে সালাম আরয করুন:

اَلسَّلَامُ عَلَيۡكُمۡ يَا اَهۡلَ الدِّيَارِ مِنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ

আপনাদের সকলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে কবরবাসী মুমিন

وَالۡمُسۡلِمِيۡنَ وَاِنَّآ اِنۡ شَآءَ اللّٰهُ بِكُمۡ لَاحِقُوۡنَ ؕ

ও মুসলমানেরা! আর আমরাও اِنۡ شَآءَ الله আপনাদের সাথে মিলিত হব।

نَسۡئَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الۡعَافِيَةَ ؕ

আমরা **আল্লাহ্ পাকে**র নিকট আপনাদের এবং নিজের জন্য নিরাপত্তা কামনা করছি।

অতঃপর নিজের জন্য, আপনার পিতা-মাতার জন্য এবং সমস্ত উম্মতের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করুন আর বিশেষ করে জান্নাতুল মা'আলার কবরবাসীদের জন্য ইসালে সাওয়াব করুন। এই কবরস্থানে দোয়া কবুল হয়ে থাকে।

জান্নাতুল মা'আলা কে মদফুনীন পর লাখোঁ সালাম,
বে আদদ হোঁ রাহমতেঁ আল্লাহ্ কি উন পর মুদাম।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদাতুনা মাইমুনা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর মাযার

হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্সম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদাতুনা মাইমুনা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا কে ইহরাম অবস্থায় নিকাহ (বিবাহ) করেছিলেন। মদীনায় 'নাওয়ারিয়া' রাস্তার নিকটবর্তী 'সরেফ' নামক স্থানে তাঁর মাযার অবস্থিত। এই মাযার শরীফটি যদিও মক্কা মুকাররামার বাইরে, তবু হাজীরা চেষ্টা করলে এখানে উপস্থিত হতে পারেন, সৌভাগ্য অর্জনের জন্য এবং রহমত বর্ষিত হওয়ার নিয়তে হযরত সায়্যিদাতুনা মাইমুনা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর মাযার শরীফের বরকতময় আলোচনা করা হচ্ছে। এই বাসটি মদীনা রোডে তানয়ীম অর্থাৎ মসজিদে আয়েশা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করে আরো সামনের দিকে যায়, মসজিদে হারাম থেকে প্রায় ১৭ কিলোমিটার দূরত্বে এর শেষ গন্তব্য 'নাওয়ারিয়া', এখানেই নেমে যান এবং রাস্তা পার হয়ে অপর প্রান্ত দিয়ে মক্কায়ে মুকাররমার দিকে চলতে থাকুন, দশ কি পনের মিনিট যাওয়ার পর একটি পুলিশ চেক পোষ্ট রয়েছে, আর হাজীদের অবস্থানের জায়গাও বানিয়ে রাখা হয়েছে, এর থেকে কিছুটা সামনে রাস্তার পাশেই একটি দেওয়াল দ্বারা বেষ্টনি দেখা যাবে, এটিই হলো উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা মাইমুনা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর মাযার শরীফ আর তা সড়কের মাঝখানেই। লোকদের বর্ণনা: সড়ক নির্মাণের জন্য মাযারটি শহীদ করে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিলো, কিন্তু ট্রাক্টর উল্টে যেতো, বাধ্য হয়ে এখানে দেওয়াল দ্বারা পরিবেষ্টন করে দেওয়া হয়। আমাদের প্রিয় আম্মাজান সায়্যিদাতুনা মাইমুনা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর কারামত, মারহাবা!

আহলে ইসলাম কি মা'দরানে শফীক,
বা'নুওয়ানে তাহারত পে লাখোঁ সালাম।

ওফাতের পর সায়্যিদাতুনা মাইমুনা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا আঙ্গুর খাওয়ালেন

উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা মাইমুনা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا এর ওফাতের পর প্রকাশিত হওয়া কারামত পাঠ করুন আর ঈমান সতেজ করুন। উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা মাইমুনা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا এর নূরানী মাযারটির প্রকাশ্য দরজাটি যখন যিয়ারতকারীদের জন্য উম্মুক্ত ছিলো, তখনকার ঘটনা একজন যিয়ারতকারীর মুখেই শুনুন: মধ্য রাতে আমরা মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফের যাওয়ার পথে অবস্থিত 'সারেফ' নামক স্থানে এসে পৌঁছালাম, যেখানে উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা মাইমুনা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا এর মাযার শরীফ রয়েছে, ঘটনাক্রমে সেদিন আমি কিছুই খাইনি, ক্ষুধার তাড়নায় আমার শক্তি ফুরিয়ে গিয়েছিলো, রুটির জন্য অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোথাও পাইনি, বাধ্য হয়ে যিয়ারতের জন্য পবিত্র হুজরায় গেলাম, আমি নূরানী মাযারের সামনে সালাম আরয করলাম, সূরা ফাতিহা এবং সূরা ইখলাস পাঠ করে তাঁর রূহে ইছালে সাওয়াব করে দিলাম, ভিক্ষুকের ন্যায় ডাকতে শুরু করলাম: "হে প্রিয় আম্মাজান! আমি আপনারই মেহমান, আহারের জন্য কিছু দিন এবং আপনার দয়া ও মমতা থেকে আমাকে বঞ্চিত করে ফিরিয়ে দিবেন না।" আমি বসেই ছিলাম, আমাদের রিযিক দাতা **আল্লাহ্ পাকের** পক্ষ থেকে হঠাৎ তাজা আঙ্গুরের দুইটি থোকা আমার হাতে এসে গেলো! আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো যে, শীতের মৌসুম ছিলো এবং কোথাও তাজা আঙ্গুর পাওয়া যেত না, আমি অবাক হয়ে গেলাম, এক থোকা তো আমি সেখানেই খেয়ে নিলাম, মাযার শরীফের বাইরে এসে এক একটি করে সাথীদের মাঝে বিলিয়ে দিলাম। (মুখযিনে আহমদী, ৯৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

হাত উঠা কর এক টুকড়া এ্যয় করীম!
হেঁ সখী কে মাল মেঁ হকদার হাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

এই পুস্তিকাটি পড়ে অপরকে দিয়ে দিন

বিবাহ অনুষ্ঠান, ইজতিমা, ওরস ও জুলুসে মিলাদ ইত্যাদিতে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত পুস্তিকা ও মাদানী ফুল সম্বলিত লিফলেট মানুষের মাঝে বিতরণ করে অসংখ্য সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহকদের সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া উপহার দেয়ার জন্য নিজের দোকানেও পুস্তিকা রাখার অভ্যাস গড়ুন, সংবাদপত্র প্রদানকারী বা বাচ্চাদের মাধ্যমে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে মাসে কমপক্ষে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সুন্নাতে ভরা পুস্তিকা বা মাদানী ফুলের রিপলেট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে দিন এবং অসংখ নেকী হাসিল করুন।

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

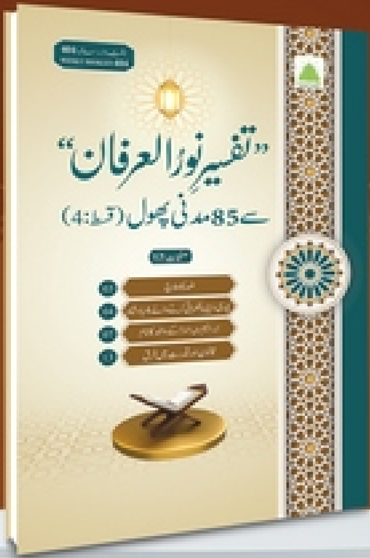

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাত্তাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net